সংবাদ

তারিখ ..11 NOV 2017...
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ...২.....

সততার চর্চায় পটুয়াখালীর কালিপুর সর. প্রা. বিদ্যালয়

স্বপন ব্যানার্জী, পটুয়াখালী

পটুয়াখালী শহরের ৯৪ নং উত্তর কালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের এক কোনে সাজানো-গোছানো ছোট্ট একটি দোকান। স্কুলের খাতা-কলম-পেন্সিলসহ চকলেট, বিস্কুট, চিপসসহ নানা ধরনের শিশুদের স্বল্প মূল্যের খাবার সামগ্রী সাজানো রয়েছে। তবে নেই দোকানদার। পণ্যের গায়ে মূল্য রেখা রয়েছে। শিশুরা পণ্য নিয়ে নির্ধারিত মূল্য বাক্সে রেখে দিচ্ছে। 'সততা নিলয়' নামের এই দোকানের মালিক স্কুলের শিশুরা এবং ক্রেতাও এই স্কুলের শিশুরা। শুধু সততা নিলয়ই নয় স্কুলের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েয়ে শিশুদের নানা ধরনের পোশাক। দেয়ালের নাম দেয়া হয়েছে 'মহানুভবতার দেয়াল' যে শিশুদের পোশাক নেই কিংবা পোশাক কেনারও ক্ষমতা নেই, এরম দরিদ্র শিশুরা তাদের প্রয়োজনীয় পোশাক এখান থেকে নিতে পারবে। এছাড়া রয়েছে স্কুলে হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ারও ব্যবস্থা। শিশুদের ছোট থাকতেই সততার চর্চা করার জন্য পটুয়াখালীর সদর উপজেলা আটটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাইলট প্রকল্প হিসেবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে এই উদ্যোগ নিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সকালে উত্তর কালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষসহ সবকিছুই পরিপাটি সাজানো। শুধু সততা নিলয় সেখানে চোখ পরতেই দেখা যায় ছোট ছোট শিশুরা চকলেট, চিপস্ নিজে থেকে নিয়ে টাকা বাক্সে ফেলে দিচ্ছে। স্কুলের প্রাক-প্রাথমিকের ছাত্রী সুমি ও জান্নাতুলের কাছে জানতে চাইলে তারা বলে, আমরা এখানে যে জিনিস রাখা হয়েছে তার দাম গায়ে লেখা দেখে টাকা রেখে নিয়ে নেই। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওঠতেই নহর পরে দেয়ালে শিশুদের নানা ধরনের পোশাক টানানো রয়েছে। দেয়ালে লেখা রয়েছে মহানুভবতার দেয়াল। জানতে চাইলে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা কামরুন্নাহার বেগম জানায়, স্কুলে অনেক দরিদ্র শিশু রয়েছে। তাদের পোষাকের জন্য এই ব্যবস্থা। স্কুলের অনেক শিশু রয়েছে যাদের একাধিক পোশাক রয়েছে এবং অনেক পোশাকই তাদের এখন প্রয়োজন নেই। সেই শিশুরাই এখন নিজেদের ইচ্ছায় এখানে পোশাক রেখে যাচ্ছে। এছাড়াও দোতলায় একটি বাক্স রাখা রয়েছে। স্কুলে কারো কোন কিছু হারানো জিনিস পেলে তা এখানে রেখে দেয় শিশুরা। এখানে খুলেই তাদের হারানো জিনিস পেতে পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা। শিশুদের এখন এ ব্যাপারে অনেক সচেতন হয়েছে বলে জানান তিনি।

পটুয়াখালী সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শিরিন আক্তার বলেন, জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের নির্দেশনায় তারা প্রাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে গত ১ আগস্ট থেকে এই কার্যক্রম শুরু করেছে। সুযোগ পেলেও শিশুরা এমন কিছু করবে না। তারা কোন অসৎ কাজ করবে না। মূলত শিশুদের ছোটবেলা থেকেই সততার চর্চা করাতে এই ব্যবস্থা। এখন সদর উপজেলার আটটি বিদ্যালয়ে এই কার্যক্রম চলছে। পর্যায়ক্রমে এই কার্যক্রম আরও বাড়ানো হবে।